চতুর্থ অধ্যায়

শূন্যের বরণ

প্রাচ্যে শূন্যের আগমন

অসীমের মাঝেই আছে আনন্দ। সসীমের মাঝে কোনো মজা নেই।

~ ছান্দোগ্য উপনিষদ

পশ্চিমের শূন্যের ভীতির মাঝেও প্রাচ্য শূন্যকে স্বাগত জানায়। ইউরোপে শূন্য ছিল নিগৃহীত। কিন্তু ভারতে ও পরে আরবে শূন্যের বিকাশ ঘটে। শেষবার যখন আমরা শূন্যকে দেখেছি, সেখানে শূন্য ছিল শুধুই একটি স্থানীয় মান। ব্যাবিলনীয় গণনাপদ্ধতিতে শূন্য ছিল একটি ফাঁকা দাগ। শূন্য কিছু কাজে লেগেছিল, কিন্তু নিজে কোনো সংখ্যা ছিল না। এর কোনো মান ছিল না। এর বাঁয়ের অঙ্কগুলোই একে অর্থবহ করে তুলত। নিজে একা থাকলে আক্ষরিকভাবেই এর কোনো অর্থ হত না। ভারতে এসে অবস্থা পাল্টাল।

খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের কথা। অ্যালেক্সান্ডার দ্য গ্রেট তাঁর পারস্য বাহিনী নিয়ে ব্যাবিলন থেকে ভারতের দিকে অগ্রসর হলেন। এই আগ্রাসনের সময় ভারতীয় গণিতবিদরা প্রথমবারের মতো ব্যাবিলনীয় সংখ্যাপদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারে। জানতে পারে শূন্যের কথাও। ৩২৩ খ্রিষ্টপূর্ব সালে অ্যালেক্সান্ডার মারা যান। পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত জেনারেলরা সাম্রাজ্যকে টুকরো টুকরো করে ফেলল। দ্বিতীয় খ্রিষ্টপূর্ব সালে রোম ক্ষমতায় আরোহণ করে। গ্রিস রোমের থাবায় আটকে পড়ে। তবে আলেকজান্ডার যতটা এসেছিলেন, রোমকদের ক্ষমতা ততটা পূর্ব পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। ফলে চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের খ্রিষ্টধর্মের উত্থান ও রোমের পতনের প্রভাব থেকে দূরের ভারত মুক্ত থাকল।

ভারত এরিস্টটলের প্রভাব থেকেও মুক্ত রইল। হ্যাঁ, আলেকজান্ডার এরিস্টটলের শিষ্য ছিলেন। তাঁর দর্শনও অবশ্যই নিয়ে আসেন ভারতে। তবে গ্রিক দর্শন ভারতে কখনোই সেভাবে স্থান করে নিতে পারেনি। গ্রিসের মতো ভারতে অসীম বা শূন্যতা নিয়ে কোনো ভীতি ছিল না। বরং এখানে এ ধারণাকে বরণ করা হয়।

হিন্দু ধর্মে শূন্যতা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। হিন্দু ধর্মের সূচনা বহুশ্বেরবাদের ধারণা থেকে। অনেক দিক থেকেই গ্রিক রূপকথার মতো এখানেও যোদ্ধা দেবতাদের গল্প প্রচলিত আছে। তবে আলেকজান্ডারের আগমনের বহু শতাব্দী আগে থেকেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দেবতারা একীভূত হতে শুরু করে।